25

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 04 JUL 1998 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

# অগ্রণী চট্টগ্রাম প্রকল্প ॥ নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ

চট্টগ্রাম অফিস ॥ শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী এম, এ মান্নান চট্টগ্রাম জেলার জনগণকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করা এবং জনগণের মধ্যে সকল ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের গৃহীত 'অগ্রণী চট্টগ্রাম' প্রকল্পকে সফল করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

গত ২৭শে জুন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে অগ্রণী চট্টগ্রাম প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে মন্ত্রী এই আহ্বান জানান। জনশক্তি মন্ত্রী বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শিক্ষা-দীক্ষায় জনগণকে স্বাবলম্বী করিয়া দেশের সমৃদ্ধ আনয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সবুজ বিপ্লবসহ অনেক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ায় সেই কর্মসূচী আর বাস্তবায়িত হয় নাই। তাহার কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হইয়া বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছেন। ইতিমধ্যে গ্রামের অসহায় নারী-পুরুষকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য বয়স্ক ভাতা চালু করিয়াছেন। আগামী ২০০৬ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার লক্ষ্যে ৬ শত কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়াছেন।

মন্ত্রী বলেন, অগ্রণী চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে প্রতিটি মানুষ যাহাতে অক্ষরজ্ঞানে অভিজ্ঞতা অর্জন ও সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখিতে পারে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে অগ্রণী চট্টগ্রাম প্রকল্পের অধীনে হাটহাজারী থানাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ৩রা জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার উদ্বোধন করার কথা।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন বলেন, এই প্রকল্প কোন দলীয় কর্মসূচী নয়। সকল দল ও মতের লোকের সহযোগিতায় এই প্রকল্প বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিবে বলিয়া তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য আবুল কাসেম মাষ্টার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক আবদুল মান্নান, জেলা প্রশাসক কে এম, হাবিবুল্লাহ, পুলিশ সুপার ইফতিকার হোসেন, বিজিএম ই-এর মাহবুব আলী, সাংবাদিক রেজাউল হক বাচ্চু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।